জীবন সৈকতে
রাধারাণী পিকচার্সের পঞ্চম নিবেদন

কাহিনী ঃ তীর্থ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ঃ স্বদেশ সরকার, বীরু মুখোপাধ্যায়। আলোক চিত্রগ্রহণ ঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শব্দগ্রহণ ঃ অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা ঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশক ঃ সুনীল সরকার। প্রধান সহকারী শিল্প নির্দেশক ঃ গোপী সেন। রূপসজ্জা ঃ গৌর দাস। সহকারী ঃ মুন্সীজি। পরিচ্ছদ ঃ গণেশ দাস। কেশ-সজ্জা ঃ মিস শ্যানড্রা থাম। দৃশ্যপট অঙ্কন ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। বহির্দৃশ্য গ্রহণ ঃ সুজিত সরকার, অনিল তালুকদার। সহকারী ঃ নিতাই জানা। প্রধান কর্মসচিব ঃ প্রণয় কুমার ধর। সহকারী ব্যবস্থাপনা ঃ হরি সরকার, হরি ভট্টাচার্য্য। আলোক নিয়ন্ত্রক ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য। সহকারী ঃ ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, কাশী কাহার, সুভাষ ঘোষ, সুশীল শর্মা, রামদাস কুহার, হংসরাজ। সহকারী আলোক চিত্রী ঃ ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ক্ষেত্র লংকা, বাউরীবন্ধু জানা। বুমম্যান ঃ বাবাজী শ্যামল। স্থির চিত্রগ্রহণ ঃ এড্না লোরেন্জ। পরিচয় লিখন ঃ দিপেন ষ্টুডিও। সহকারী পরিচালনা ঃ সুধীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, কুমারেশ বিশ্বাস। গীত রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত। নেপথ্য-সঙ্গীত-কণ্ঠ ঃ মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত গ্রহণ ঃ মিঃ বনশালি (ফেমাস তারাদেও ষ্টুডিও, বম্বে)। আবহ সঙ্গীত, সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও-র ক্লোরিং থিয়েটারে গৃহীত)। প্রধান সহকারী ঃ বলরাম বারুই। প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ অমিয় সান্যাল। প্রধান সহকারী আলোক চিত্রী ঃ অনিল ঘোষ। প্রধান সহকারী সম্পাদক ঃ রবীন সেন।

॥ চরিত্র চিত্রণে ॥

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, মণিকা মিত্র, কণিকা মজুমদার, চন্দ্রাবতী দেবী, দিলীপ রায়, মাষ্টার চিন্ময় গাঙ্গুলী, সীমা দাস, মীরা চক্রবর্তী, মঞ্জুশ্রী বসু, অপিতা পঞ্চানন, মিনু চ্যাটার্জী, মীরা বোস, স্বাতী বোস, ছায়া হাজরা, ফেলিমিনা গোমেজ, সোনা দত্ত, নিমাই দত্ত, সমরজিৎ, মিন্টু চক্রবর্তী, রনজু বোস, বাবু বোস (অতিথি), নির্মল ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিনয় লাহিড়ী, দুলাল বিশ্বাস, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী, সনৎ গোস্বামী, প্রণত ঘোষ, অশোক কসাউনি, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল চ্যাটার্জী, মৃত্যুঞ্জয় সাধু খাঁ, ক্যাবারে নৃত্যঃ, মিস্ তাহিতা, সহযোগী মিঃ লুই ব্যাঙ্গ।

অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ ঃ টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ। ফিল্ম সাভিস ল্যাবরেটারীতে ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

প্রচার সচিব ঃ ফণীন্দ্র পাল। প্রচার শিল্পী ঃ পূর্ণজ্যোতি।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সত্যনারায়ণ খাঁ, কার্তিক পাত্র, অশোক নন্দী (এস্-ডি-ও দীঘা কনষ্ট্রাকসন বোর্ড), বিজন মুখোপাধ্যায় (দীঘা কন্ষ্ট্রাকসন বোর্ড), গালুডি-র শংকর মিত্র, স্মৃতি কুমার সেন ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের গালুডির ষ্টেশন মাষ্টার ও কর্মীবৃন্দ, সুপ্রিয়া দাশগুপ্তা, সঞ্জয় সেন, বিমল ভূষণ দেব, ডাঃ অসিত কুমার সাহা (চিকিৎসা বিষয়ক দৃশ্যের উপদেষ্টা), ডাঃ মোহনলাল মৈত্র, ডাঃ নারায়ণ বোস, বিনয় দেব, মেসার্স মুখরোচক, নিতাই বর্মন, ক্যালকাটা মেরিন ক্লাবের মিঃ মেহেরা, মিঃ নিবাসা, মিঃ বাটার শীল্ড, ডাঃ বুলবুল মুখার্জী, মিহির মুখার্জী।

॥ বিশ্ব-পরিবেশনা ঃ চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রা) লিমিটেড ॥

দি প্রিন্টোরিয়েন্ট ৩২/১৩ বি. বিডন ষ্ট্রীট, কলিঃ–৬ হইতে মুদ্রিত।

গল্প

চিকিৎসা বিদ্যার সর্বোত্তম এস-এস ডিগ্রীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেও ডাক্তার সন্বিৎ ব্যানার্জী কেরিয়ারের দিকে ঝুঁকলনা, বাবার মত গরীব দুঃখী সাধারণ মানুষের সেবা নিয়ে মেতে রইল। বাবার পুরানো ডিসপেনসারিতে সকাল-সন্ধ্যা রোগী দেখা আর কলিকাতার উপকণ্ঠে অখ্যাত এক চ্যারিটেবল হাসপাতালে ডাক্তারী করে দিন চলতে লাগল। সন্বিৎ ঐ আদর্শ গ্রহণ করলেও তার ডাক্তার বন্ধু অজয় ঐ আদর্শবাদের এই আতিশয্য সমর্থন করে না। সন্বিৎ আর অজয় দুই বন্ধুতে সন্বিতের গাড়ীতে কলকাতার উপকণ্ঠের হাসপাতাল থেকে ফিরছিল। সামান্য অসতর্ক হওয়ায় সন্বিতের গাড়ী গিয়ে একটি রিক্সায় লাগে। রিক্সার দুই

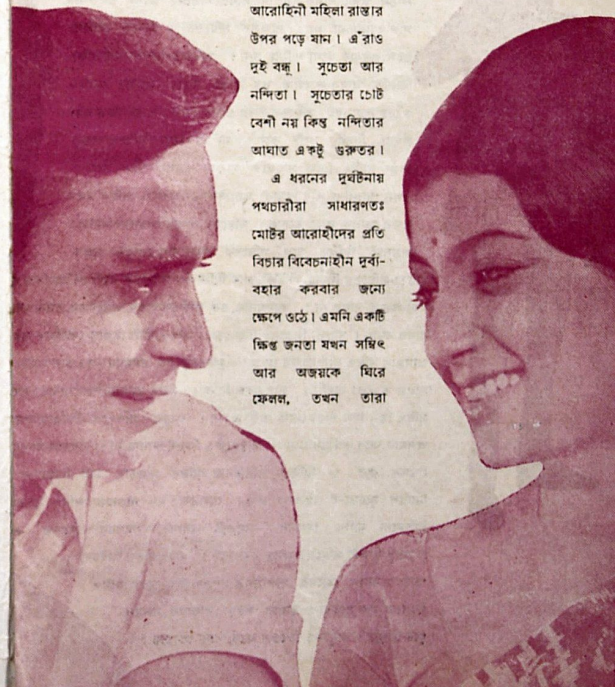

আরোহিনী মহিলা রাস্তার উপর পড়ে যান। এঁরাও দুই বন্ধু। সুচেতা আর নন্দিতা। সুচেতার চোট বেশী নয় কিন্তু নন্দিতার আঘাত একটু গুরুতর।

এ ধরনের দুর্ঘটনায় পথচারীরা সাধারণতঃ মোটর আরোহীদের প্রতি বিচার বিবেচনাহীন দুর্ব্যবহার করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে। এমনি একটি ক্ষিপ্ত জনতা যখন সন্বিৎ আর অজয়কে ঘিরে ফেলল, তখন তারা

সুচেতার উপস্থিত-বুদ্ধিতে নিগ্রহের হাত থেকে বেঁচে যায়। সুচেতা বলে, দোষ রিকশাওয়ালার—সে কোন রকম হর্ণ না দিয়ে গলি থেকে বড় রাস্তার উপর এসে পড়ছিল। সম্বিতের মা সমস্ত ঘটনা শুনে, সুচেতার উপস্থিত-বুদ্ধির জন্যে তাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, অজয়ও কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল। সুচেতা ও নন্দিতা দুজনেই স্থানীয় বাসিন্দা। দুজনেই স্কুলের শিক্ষিকা। সম্বিৎ ও অজয় মহিলা দুজনকে নিয়ে সম্বিতের চ্যারিটেবল হাসপাতালে আসে। নন্দিতাকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুচেতাকে সম্বিৎ বাড়ী পৌঁছে দেয়। সুচেতার মা নেই। বাবা স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সুচেতার বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। যদিও তার চোট বেশী নয়, তবুও এই ধাক্কা-লাগা জীবনের একটি ঘটনা। সুচেতা প্রায় রোজই বন্ধু নন্দিতাকে হাসপাতালে দেখতে আসে। সম্বিৎও আসে প্রতিদিন। সুচেতা ও সম্বিতের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। অজয় তাদের মেলামেশার সব খবর রাখে। সম্বিতের মা বিভাবতীকে জানায় যে এইবার বিবাহে অনিচ্ছুক পুত্র সহজে বিয়ের ব্যাপারে ধরা দেবে। বিভাবতী অজয় মারফৎ সুচেতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। ওদিকে সম্বিৎও সুচেতাকে তার জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার আর্জি দাখিল করে।

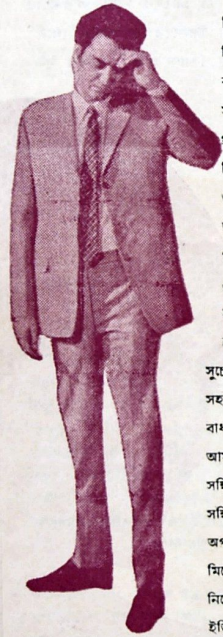

বিয়ে হয়ে যায়। সুচেতাও সম্বিতের আদর্শকে অনুপ্রাণিত করে।

কঠিন অপারেশনের সময় সার্জেনের নার্ভটাই আসল এই নিয়ে সঙ্গে আলোচনা হয়। প্রফেসর সম্বিতের এ বিষয়ে যোগ্যতা গ্রহণ করবার জন্যে পাঠিয়ে দেন। সম্বিৎ প্রোফেসার চ্যাটার্জির বিলিতি আদব-কায়দায় রপ্ত প্লাজা নার্সিং হোমের মালিক ওঁদের দুজনেরই সম্বিতের উপর প্রথমে কোন আস্থা ছিল না। জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করে। মা ও মেয়ে লজ্জিত হয়। প্লাজা নার্সিং হোম সম্বিৎকে পাকাপাকিভাবে বেঁধে ফেলে। এখন 'প্লাজা' ও তার কুমারী সত্ত্বাধিকারিনী নিয়ে সম্বিৎ সব সুন্দর ছেলের বাবা হয়েছে। সম্বিতের বাবার ডাক্তারখানাটাও ক্রমশঃই রিকির সঙ্গে সম্বিতের মেলামেশা বেড়েই চলে।

সুখে সচ্ছন্দে চলে তাদের সংসার, সম্বিতের মা বিভাবতী দেবী খুব খুশী। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একটি সভায় প্রফেসার চ্যাটার্জির পরীক্ষা করবার জন্যে প্লাজা নার্সিং হোমে একটি দুরূহ অপারেশন-কেস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। অপারেশন হ'ল। মিসেস রুদ্র ও তাঁর বিলিতি রুচিসম্পন্না কুমারী কন্যা রিকি। সম্বিৎ কঠিন এই অপারেশনে সফল হয়ে সার্জারী সুচেতাও স্বামীর সাফল্যে খুশী হয়। কেরিয়ারের দিকে ঝুঁকে পড়ে সম্বিৎ। সময়েই ব্যস্ত। ইতিমধ্যে সম্বিৎ একটি তুলে দিতে চায়। কিন্তু সুচেতা দেয়না। অবস্থা সেদিন চরমে উঠল যেদিন

সুচেতা-সম্বিতের বিবাহ-বার্ষিকী রাত্রে রিকি মত্ত সম্বিৎকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল। প্রতীক্ষা-ক্লান্ত সুচেতা এই অবহেলা সহ্য করতে পারল না। আদর্শবান এক ডাক্তারের এই অধঃপতন তাকে মনোবেদনার চরম সীমায় পৌঁছে দিল। বাধল কলহ। সুচেতা পিতৃগৃহে চলে গেল। সম্বিৎ চিঠি লিখতে সে ফিরে এসে গুনল মেডিক্যাল এশোশিয়েসনের আমন্ত্রণে সম্বিৎ ব্যাঙ্গালোরে গেছে। সম্বিতের এই সম্মানে সুচেতার সুখী ও গর্ব বোধ করাই উচিত। কিন্তু সম্বিৎ ত একা যায়নি। সঙ্গে গেছে রিকি। ফিরে আসার পর আবার দুজনের মধ্যে অশান্তির ঝড় উঠল। সম্বিৎ তিন দিন প্লাজা থেকে বাড়ী এলনা। সুচেতা সম্বিৎকে ফিরিয়ে আনতে প্লাজায় যায়। রিকি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। সম্বিৎকেও কিছুই জানায় না। সুচেতা আবার রাগ করে পিতৃগৃহে চলে যায়। মিসেস রুদ্র ও রিকির প্ররোচনায় সম্বিৎ সুচেতার সঙ্গে বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে। কোর্টের নির্দেশে সুচেতা-ই ছেলেকে পায়। ছেলেকে না পাওয়ায় সম্বিৎ চেতনা ফিরে পায়। ও অনুতপ্ত হয়। ইতিমধ্যে নার্সিং হোমের কয়েকটি গোপন ব্যাপারে মিসেস রুদ্র ও কুমারী রিকির জঘন্য চরিত্রের দিকটা সম্বিতের কাছে ধরা পড়ে। নবজন্ম হয় সম্বিতের। 'প্লাজা' নার্সিং হোমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্বিৎ পাগলের মত সুচেতা ও তাদের সন্তান বাবুলের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। বাবুল-ও জিজ্ঞেস করে, বাবা কোথায় ?

(১)

সন্বিৎ ঃ আরে কি বলছিস্
মরে গেছি না হয় বেঁচে আছি
বোধ হয় কোনোটার কাছাকাছি
মরে গেছি না হয় বেঁচে আছি
বোধ হয় কোনোটার কাছাকাছি।
অজয় ঃ আরে না না এটা বেঁচে মরা তবু ভান করা
আমরা জীবন্ত···। সামনেই খোলা ওই দিগন্ত
সামনেই খোলা ওই দিগন্ত সামনেই খোলা ওই দিগন্ত
সন্বিৎ ঃ আরে এ তো শুধু নৈরাশ্য আরে এ তো শুধু নৈরাশ্য।
অজয় ঃ আরে ভাই বুঝিস্ না।
এখনো যে বেঁচে থাকাটাই অবিশ্বাস্য
এখনো যে বেঁচে থাকাটাই অবিশ্বাস্য।
সন্বিৎ ঃ হুম্-বাঁচবার মন যদি থাকে, হোকনা জীবন নিভন্ত
বাঁচাবার মন যদি থাকে হোকনা জীবন নিভন্ত,
জ্বালাবো নতুন করে জীবনের আলো।
অজয় ঃ জ্বালাবার রসদ জুটবে কেমন করে বলো
আরে বলো না ?
জ্বালাবার রসদ জুটবে কেমন করে বলো !

সন্বিৎ ঃ সব হবে রাখলে নিজেকেই ভালো
আরে ভাই সব হবে রাখলে নিজেকেই ভালো
অজয় ঃ আরে তুই থাম
বুঝে গেছি তোর ভবিষ্যত অন্ধকার
বুঝে গেছি তোর ভবিষ্যত অন্ধকার
সন্বিৎ ঃ হেঁ হেঁ
ভয় কি বন্ধু পকেটে দেশলাই আছে যার।
অজয় ঃ তার আগে পিছলেই যদি পড়ো ?
সন্বিৎ ঃ আঃ ! উঠবোই হোক না প্রাণান্ত
উঠবোই হোক না প্রাণান্ত।

(২)

সাগর ডাকে আয়, আয়, আয়
আমার গানে জীবন আনে চলার ইশারায়
·····আয় আয় !
সাগর ডাকে আয় আয়।
ছুটে ছুটে চিরদিন খেলায় ভুলে—
কূলে এসে উচ্ছাসে উঠেছি দুলে।
ছুটে ছুটে চিরদিন খেলায় ভুলে—
কূলে এসে উচ্ছাসে উঠেছি দুলে॥
ঘুণীর নেশা ঢেউয়ের বুকে
আমার ভালোবাসায় ·····
সাগর ডাকে আয়, আয়, আয়·····।
চঞ্চল হৃদয়ের স্বপ্ন স্রোতে
চিহ্ন রেখে যাই প্রেম সৈকতে
ডেকে ডেকে উদ্দাম এই সঙ্গীতে
আকাশের শূন্যতা চাই ভরে দিতে
ডেকে ডেকে উদ্দাম এই সঙ্গীতে
আকাশের শূন্যতা চাই ভরে দিতে।
আমার ধ্বনি প্রতিধ্বনী
বাতাস ছড়িয়ে যায়।
সাগর ডাকে আয়, আয়, আয়
আমার গানে জীবন আনে
চলার ইশারায়
আয়, আয়, আয়·····

(৩)

রাত এখনো অনেক বাকী
কিছু তারা জেগে আছে
তারই পানে এসো চেয়ে থাকি।
রাত এখনো অনেক বাকী।
কথার পাহাড় ভেঙে ভেঙে
ক্লান্ত হয়ে গেছি থেমে
এসো মন দিয়ে মন ছুঁয়ে রাখি
রাত এখনো অনেক বাকী।
ভাবনার তরী হায়
স্রোতের টানে
কোথায় গিয়েছে ভেসে
সে শুধু জানি।
আলোর ঠিকানা খুঁজে নিয়ে
যে পাখী আঁধার গেছে পেরিয়ে
চোখে আজ শুধু তারই ছবি আঁকি
রাত এখনো অনেক বাকী।
কিছু তারা জেগে আছে
তারই পানে এসো চেয়ে থাকি
রাত এখনো অনেক বাকী।

(৪)

কেন যে কে জানে যেতে চাই সেখানে
তোমাকে যেখানে আরো কাছেতে পাই
কেন যে কে জানে যেতে চাই সেখানে
তোমাকে সেখানে আরো কাছেতে পাই
·····চলো না চলে যাই।
কেউ যেখানে নেই রয়েছি দুজনেই
এই মনের যত কথা থামেনা কিছুতেই
কেউ যেখানে নেই রয়েছি দুজনেই
এই মনের যত কথা থামে না কিছুতেই।
বলোনা বলোনা, যাবে কি যাবে না
বেশি কি আমি চাই !
চলো না চলে যাই॥
মন করেছো জয় তাইতো মনে হয়
আরো হলে কাছাকাছি দোষের কিছুই তো নয়।
মন করেছো জয় তাইতো মনে হয়
আরো হলে কাছাকাছি দোষের কিছুই তো নয়।
বলো না বলো না মানো কি মানো না।
সব হারালাম তাই···চলো না চলে যাই।
কেন যে কে জানে যেতে চাই সেখানে
তোমাকে যেখানে আরো কাছেতে পাই,
কেন যে কে জানে যেতে চাই সেখানে
তোমাকে যেখানে আরো কাছেতে পাই।

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

জাহ্নবী চিত্রমের
শঙ্কুমহারাজ রচিত

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

শুভেন্দু· মধুচ্ছন্দা
কালীবন্দ্যো· সবিতাব্রত
শমিতা প্রভৃতি
পরিচালনা· হীরেন নাগ
সঙ্গীত· পঙ্কজ মল্লিক

উষা পিকচার্সের

অন্ধ অতীত

উত্তম· সুপ্রিয়া
স্বরূপ· ঝুলন
ও কালীবন্দ্যো
পরিচালনা:
হীরেন নাগ
সঙ্গীত· শ্যামল মিত্র

সরকার ফিল্মসের

সোনার খাঁচা

উত্তম· অপর্ণা
নির্মল· সুব্রতা
কণিকা প্রভৃতি
পরিচালনা· অগ্রদূত
সঙ্গীত· বীরেশ্বর সরকার

সুচিত্রা· উত্তম
অভিনীত
তারাশঙ্কর রচিত
সবাক চিত্রশিল্প প্রাইভেট লিমিটেডের

হার মানা হার

পরিচালনা· সলিল সেন
সঙ্গীত· সুধীন দাশগুপ্ত